বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.bteb.gov.bd

(বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন-২০১৮
এর অনুচ্ছেদ ২৮ এর ক্ষমতাবলে এই প্রবিধান প্রণয়ন করা হলো)

০৪ (চার) বছর মেয়াদি
ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

প্রবিধান-২০২২
(২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষ হতে কার্যকর)

ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম প্রবিধান-২০২২

১. **শিক্ষাক্রমের নাম ও মেয়াদ (Name and Duration of Curriculum):**

১.১ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় পরিচালিত প্রকৌশল ডিপ্লোমা স্তরের এ শিক্ষাক্রমের নাম হবে **ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং;**

১.২ এ শিক্ষাক্রমের মেয়াদ হবে ০৪ (চার) বছর, যা ০৮ (আট) টি পর্বে (Semester) বাস্তবায়ন করা হবে;

১.২.১ এ শিক্ষাক্রমের ১ম হতে ৭ম পর্ব (Semester) স্ব স্ব ইন্সটিটিউটে/প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হবে;

১.২.২ এ শিক্ষাক্রমের ৮ম পর্বে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে এবং স্ব স্ব ইন্সটিটিউটে/প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হবে;

১.২.৩ এ শিক্ষাক্রমের আওতায় পরিশিষ্ট (ক) তে বর্ণিত স্পেশালাইজেশন/টেকনোলজিসমূহ নির্ধারিত থাকবে। তবে প্রয়োজনে বোর্ড এতে সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারবে;

১.২.৪ এ শিক্ষাক্রমের মোট ক্রেডিট ১৫০-১৬০-এর মধ্যে নির্ধারিত থাকবে;

১.২.৫ এ শিক্ষাক্রমের মোট ক্রেডিট এর ১০-১৫% সোস্যাল স্কিল, ১৫-১৭% সাইন্স ও ম্যাথ, ১০-১২% রিলেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ৫৮-৬০% কোর ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের জন্য নির্ধারিত থাকবে। বিশেষ ক্ষেত্রে রিলেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কোর ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের ক্রেডিটের শতকরা হার সমন্বয় করা যাবে;

১.২.৬ এ শিক্ষাক্রমের বিষয়/বিষয়াংশের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের শ্রেণীকক্ষের মোট শিখণ ঘন্টার অনুপাত হবে ৪০:৬০। তবে ক্ষেত্রবিশেষে ৫% কম বা বেশি হতে পারে;

১.৩ এ শিক্ষাক্রমের আওতায় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত স্পেশালাইজেশন/টেকনোলজিভিত্তিক পাঠ্যক্রম কাঠামো (কোর্স স্ট্রাকচার) পরিশিষ্ট (খ) অনুযায়ী নির্ধারিত থাকবে। পাঠ্যক্রম কাঠামোতে বিষয়ের নাম, বিষয় কোড, ধারাবাহিক ও চূড়ান্ত পরীক্ষার মানবন্টন (নম্বর বিন্যাস) এবং তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের সাপ্তাহিক পিরিয়ড সংখ্যাসহ মোট ক্রেডিট সন্নিবেশিত থাকবে। পাঠ্যক্রম কাঠামো অনুসারে বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচি অনুসারে এই শিক্ষাক্রমের শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করবে;

১.৪ এ শিক্ষাক্রমের সকল টেকনোলজির পাঠ্য বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের সাপ্তাহিক ক্লাস যথাক্রমে T (থিওরি) ও P (প্রাকটিক্যাল) দ্বারা বোঝানো হবে এবং প্রতি এক পিরিয়ডের তাত্ত্বিক ক্লাস এক ক্রেডিট-আওয়ার ও প্রতি তিন পিরিয়ডের ব্যবহারিক ক্লাস এক ক্রেডিট-আওয়ার দ্বারা নির্ধারিত হবে। এক পিরিয়ডের সময়সীমা হবে ৫০ মিনিট। এক ক্রেডিট-আওয়ারের মান হবে ৫০ নম্বর;

১.৫ এ শিক্ষাক্রমের প্রতি পর্বের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সময়কাল হবে ১৬ কার্য সপ্তাহ। প্রতি কার্য সপ্তাহে মোট ৩০-৪০ পিরিয়ড ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে;

১.৫.১ প্রতি কার্যসপ্তাহে প্রতি পর্বের তাত্ত্বিক বিষয়/বিষয়ের তাত্ত্বিক অংশের ০১ (এক) ক্রেডিট আওয়ারের জন্য এক পিরিয়ডের একটি ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে;

১.৫.২ প্রতি কার্যসপ্তাহে প্রতি পর্বের ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের ০১ (এক) ক্রেডিট আওয়ারের জন্য তিন পিরিয়ড একত্রে একটি ব্যবহারিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে;

১.৬ এ শিক্ষাক্রমের সকল স্পেশালাইজেশন/টেকনোলজির শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১.৬.১ ও পর্বভিত্তিক নম্বরপত্র (Transcript) প্রদানের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১.৬.১ ও ১.৬.২ এবং সকল পর্বের সকল বিষয়ে কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের সনদপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১.৬.১, ১.৬.২ ও ১.৬.৩ প্রযোজ্য হবে। এছাড়া এ শিক্ষাক্রমের মানসম্পন্নভাবে পাঠদানের লক্ষ্যে অনুচ্ছেদ ১.৬.৫ প্রযোজ্য হবে;

১.৬.১ **গ্রেডিং পদ্ধতি (The Grading System):**

প্রতি পর্বে (Semester) একজন শিক্ষার্থী প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে লেটার গ্রেড এবং তৎপ্রেক্ষিতে গ্রেড পয়েন্ট (GP) অর্জন করবে। প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে লেটার গ্রেড এবং তৎপ্রেক্ষিতে গ্রেড পয়েন্ট নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো;

প্রাপ্ত নম্বর	লেটার গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট (GP)
৮০% বা তদুর্ধ্ব	A+	৪.০০
৭৫% থেকে ৮০% এর নিচে	A	৩.৭৫
৭০% থেকে ৭৫% এর নিচে	A-	৩.৫০
৬৫% থেকে ৭০% এর নিচে	B+	৩.২৫
৬০% থেকে ৬৫% এর নিচে	B	৩.০০
৫৫% থেকে ৬০% এর নিচে	B-	২.৭৫
৫০% থেকে ৫৫% এর নিচে	C+	২.৫০
৪৫% থেকে ৫০% এর নিচে	C	২.২৫
৪০% থেকে ৪৫% এর নিচে	D	২.০০
৪০% এর নিচে	F	০.০০

১.৬.২ গড় গ্রেড পয়েন্ট নিরূপণ পদ্ধতি (Calculation of GPA):

নিম্নে নমুনা স্বরূপ **Fabric Manufacturing Technology**-এর প্রথম পর্বের একজন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত GP-এর ভিত্তিতে GPA নিরূপণ পদ্ধতি দেখানো হলো:

Sub. code	Name of the subject	T	P	C	Letter Grade	Grade Point (GP)	C×GP
21111	General Textile Processing -I	2	3	3	A	3.75	11.25
25711	Bangla-I	2	0	2	A+	4.00	8.00
25712	English-I	2	0	2	A	3.75	7.50
25811	Social Science	2	0	2	A+	4.00	8.00
25812	Physical Education & Life Skills Development	0	3	1	A+	4.00	4.00
25911	Mathematics -I	3	3	4	B+	3.25	13.00
25912	Physics-I	3	3	4	A	3.75	15.00
25914	Chemistry-I	2	3	3	A+	4.00	12.00
Total	**16**	**15**	**21**	**21**		30.5	78.75

$\Sigma C = 21 \quad \Sigma(C\times GP) = 78.75$

$$GPA = \frac{\Sigma(C\times GP)}{\Sigma C} = \frac{78.75}{21} = 3.75$$

১.৬.৩ পর্ব ভিত্তিক GPA এর গুরুত্ব (Semester Wise GPA Weightage): নিম্নে পর্ব ভিত্তিক GPA গুরুত্ব উপস্থাপন করা হলো:

পর্ব	পর্বভিত্তিক GPA এর গুরুত্ব
১ম পর্ব	৫%
২য় পর্ব	৫%
৩য় পর্ব	১০%
৪র্থ পর্ব	১০%
৫ম পর্ব	২০%
৬ষ্ঠ পর্ব	২০%
৭ম পর্ব	২০%
৮ম পর্ব (ইন্ডাঃ ট্রেনিং)	১০%
	মোট = ১০০%

১.৬.৪ CGPA (Cumulative Grade Point Average) নিরূপণ পদ্ধতি: নিম্নে পর্বভিত্তিক প্রাপ্ত GPA ও GPA এর গুরুত্ব এবং গুরুত্ব অনুযায়ী অংশ অনুসারে CGPA নিরূপণ পদ্ধতি দেখানো হলো;

পর্ব	পর্ব ভিত্তিক (GPA)	পর্বভিত্তিক GPA এর গুরুত্ব	গুরুত্ব অনুযায়ী অংশ (X)
১ম	৩.৭৫	৫%	০.১৮৭৫
২য়	৩.৬০	৫%	০.১৮০
৩য়	৪.০০	১০%	০.৪০০
৪র্থ	৩.৮২	১০%	০.৩৮২
৫ম	৩.৯০	২০%	০.৭৮০
৬ষ্ঠ	৪.০০	২০%	০.৮০০
৭ম	৩.৭০	২০%	০.৭৪০
৮ম	৪.০০	১০%	০.৪০০
			৩.৮৬৯

Σ X = ৩.৮৬৯

CGPA = ৩.৮৬

১.৬.৫ **মানসম্পন্ন পাঠদানের জন্য সুপারিশকৃত সাপ্তাহিক পিরিয়ডঃ** নিম্নে পদবী অনুসারে মানসম্পন্ন পাঠদানের জন্য সুপারিশকৃত সাপ্তাহিক পিরিয়ড উপস্থাপন করা হলো। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সুপারিশকৃত সাপ্তাহিক পিরিয়ড যৌক্তিক আকারে কম বা বেশি হতে পারে;

পদবী	সাপ্তাহিক পিরিয়ড
অধ্যক্ষ	২-৪
উপাধ্যক্ষ	৪-৮
চিফ ইন্সট্রাক্টর	১০-১৪
ইন্সট্রাক্টর	১৬-২০
ওয়ার্কশপ সুপার	১৪- ১৮
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর	১৮-২৪

১.৭ কর্মসংস্থানের সুযোগ ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এ শিক্ষাক্রমে নতুন স্পেশালাইজেশন/টেকনোলজি সংযোজন করা যাবে। এক্ষেত্রে উক্ত স্পেশালাইজেশন/টেকনোলজির ক্রেডিট ও সময়সীমা প্রচলিত/বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের অনুরূপ হতে হবে। এছাড়া চাহিদা নেই এরূপ টেকনোলজি বোর্ড প্রত্যাহার/বাতিল করতে পারবে;

১.৮ এ প্রবিধান বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একাডেমিক নিয়ন্ত্রণাধীন সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষ হতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর হবে এবং প্রয়োজনে বোর্ড এই শিক্ষাক্রমের আওতায় ভর্তিকৃত ও পুনঃভর্তিযোগ্য অন্যান্য প্রবিধানের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে প্রবিধান-২০২২ এর আওতায় নিয়ে আসতে পারবে;

১.৯ এ শিক্ষাক্রম কাঠামোতে কোন স্পেশালাইজেশনের বিষয়/বিষয়সমূহের পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং কাঠামোর তালিকায় নতুন বিষয়/বিষয়বস্তু সংযোজন এবং চাহিদা নেই এরূপ বিষয়/বিষয়বস্তু প্রত্যাহার করার ক্ষমতা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

২. ভর্তির যোগ্যতা ও নিয়মাবলি (Qualification and Rules of Admission):

২.১ ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে ১ম পর্বে ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস ;

২.২ এইচএসসি (ভোকেশনাল) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে শূন্য আসনে ক্লাস্টার পদ্ধতিতে ৪র্থ পর্বে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে;

২.৩ এইচএসসি (বিজ্ঞান) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে ৩য় পর্বের যেকোন টেকনোলজিতে আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। এছাড়া এইচএসসি (ভোকেশনাল) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে;

২.৪ ইংরেজি ভাষায় বিদেশী শিক্ষার্থীর পাশাপাশি আগ্রহী দেশী শিক্ষার্থীরাও অধ্যয়ন করতে পারবে;

২.৫ বোর্ডের ভর্তি নীতিমালা অনুসারে কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সুপারিশের আলোকে ১ম, ৩য় ও ৪র্থ পর্বে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে;

২.৬ এ শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ভর্তি নীতিমালা অনুসৃত হবে।

৩. নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও মেয়াদ (Process and Duration of Registration):

৩.১ ১ম পর্বে ভর্তির পর বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত নিবন্ধন তথ্য ফরম (RIF) পূরণ করে বা বোর্ড নির্দেশিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন তথ্য ফরম অনলাইনের মাধ্যমে পূরণ করে নির্ধারিত ফি বোর্ডের অনুকূলে প্রদানপূর্বক ক্লাস শুরুর ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধনভুক্ত করতে হবে। এছাড়া ৩য় ও ৪র্থ পর্বে সরাসরি ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ভর্তি সম্পন্ন হওয়ার ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নিবন্ধনভুক্ত করতে হবে;

৩.২ ১ম পর্বে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর নিবন্ধনের (Registration) মেয়াদ হবে ভর্তির শিক্ষাবর্ষ হতে ধারাবাহিকভাবে ৮ (আট) শিক্ষাবর্ষ এবং ৩য় ও ৪র্থ পর্বে সরাসরি ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের নিবন্ধনের (Registration) মেয়াদ হবে ভর্তির শিক্ষাবর্ষ হতে ধারাবাহিকভাবে ৭ (সাত) শিক্ষাবর্ষ;

৩.৩ নিবন্ধনের মেয়াদ থাকা অবস্থায় কোন শিক্ষার্থী এ শিক্ষাক্রমে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমতিক্রমে বোর্ড নির্ধারিত সংযোগ রক্ষাকারী ফি (Retention Fee) পরিশোধ করে রেজিস্ট্রেশন শাখা হতে নিবন্ধনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে অব্যবহিত পরের শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে এ নিবন্ধনের মেয়াদ হবে ০১ (এক) বছর এবং এ সুযোগ শুধুমাত্র একবারই গ্রহণ করা যাবে। উক্ত সময়ের মধ্যে এ সুযোগ গ্রহণ করেও পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী এ নিবন্ধনের আওতায় অধ্যয়নের আর কোন সুযোগ পাবে না;

৩.৪ এ শিক্ষাক্রমে অধ্যয়নরত অবস্থায় কোন শিক্ষার্থী অন্য কোন শিক্ষাক্রমে অথবা এ শিক্ষাক্রমে কোন স্পেশালাইজেশনে অধ্যয়নরত অবস্থায় বা অধ্যয়ন শেষে অন্য কোন স্পেশালাইজেশনে ভর্তি/অধ্যয়ন করতে পারবে না। এর ব্যত্যয় হলে তার নিবন্ধন বাতিল বলে গণ্য হবে;

৩.৫ শিক্ষা কার্যক্রম পরিপন্থি কোন কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর নিবন্ধন (Registration) স্থগিত/বাতিল করার ক্ষমতা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত

থাকবে;

৩.৬ কোন শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করতে চাইলে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে মূল নিবন্ধনপত্র এবং প্রবেশপত্র ও নম্বরপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জমা প্রদানপূর্বক ভর্তি বাতিল করে মূল নম্বরপত্র প্রতিষ্ঠান থেকে ফেরত নিতে পারবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরবর্তী ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে নির্ধারিত ফি-সহ মূল নিবন্ধনপত্র এবং প্রবেশপত্র ও নম্বরপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জমা প্রদান করে বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন শাখা হতে শিক্ষার্থীর ভর্তিসহ নিবন্ধন বাতিল করতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভর্তি বাতিল হলেও তা কার্যকর হবে না।

৪.০ ধারাবাহিক ও পর্ব সমাপনী পরীক্ষা এবং মূল্যায়নের সাধারণ নিয়মাবলী (General Procedure of Continuous and Semester Final Examination and Evaluation):

৪.১ কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে মোট অনুষ্ঠিত ক্লাসের শতকরা ৮০ ভাগ ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে তাকে সংশ্লিষ্ট পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফরম পূরনের অনুমতি বা পরীক্ষায় অংশগ্রণের অনুমতি দেয়া যাবে না। তবে অসুস্থতা বা অন্য কোন গ্রহণযোগ্য কারণে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিষদের সুপারিশক্রমে অধ্যক্ষ/ প্রতিষ্ঠান প্রধান সর্বোচ্চ শতকরা ১০ ভাগ অনুপস্থিতি মওকুফ করতে পারবে। পর্ব সমাপনী পরীক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পর্ব সমাপনী পরীক্ষা তথ্য ফরম (EIF) পূরণের দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ক্লাসের ভিত্তিতে হাজিরা গণনা করতে হবে;

৪.২ ১ম পর্বে নিবন্ধনভুক্ত কোন শিক্ষার্থী নির্ধারিত হাজিরা অর্জনে ব্যর্থ বা ধারাবাহিক মূল্যায়নে অকৃতকার্য বা অন্য কোন কারণে পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় ফরম পূরণে ব্যর্থ হলে উক্ত শিক্ষার্থীর নিবন্ধন বাতিল বলে গণ্য হবে;

৪.৩ ১ম পর্ব ব্যতীত নির্ধারিত হাজিরা অর্জনে ব্যর্থ বা ধারাবাহিক মূল্যায়নে অকৃতকার্য বা শিক্ষা পরিষদের নিকট গ্রহণযোগ্য অন্য কোন কারণে পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় ফরম পূরণে ব্যর্থ শিক্ষার্থী যে পর্বে ব্যর্থ হয়েছে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পর্বে রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে ধারাবাহিকভাবে পরপর সর্বোচ্চ দু'বার পুনরায় ভর্তি হয়ে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। এ সময়ের মধ্যে সুযোগ গ্রহণে ব্যর্থ এ ধরণের শিক্ষার্থীর নিবন্ধন বাতিল বলে গণ্য হবে;

৪.৪ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত শিক্ষা বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী এ শিক্ষাক্রমের পর্ব সমাপনী পরীক্ষাসহ যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত/পরিচালিত হবে। প্রয়োজনে বোর্ড শিক্ষা বর্ষপঞ্জি সংশোধন করতে পারবে;

৪.৫ সকল পর্বের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের ধারাবাহিক মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পন্ন হবে;

৪.৬ সকল পর্বের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা পর্ব সমাপনী পরীক্ষা বোর্ড কর্তৃক সম্পন্ন হবে;

৪.৭ সকল পর্বের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা পর্ব সমাপনী পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি (Routine) প্রণয়ন ও পরীক্ষার কেন্দ্র নির্বাচন করে বোর্ড বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে;

৪.৮ সকল পর্বের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা পর্ব সমাপনী পরীক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিব/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সেন্টার-ইন-চার্জ) এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে;

৪.৯ সকল পর্বের প্রতিটি তাত্ত্বিক বিষয়ের বা বিষয়ের তাত্ত্বিক অংশের নির্ধারিত মোট নম্বরের ৪০% নম্বর ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য এবং ৬০% নম্বর চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা পর্ব সমাপনী পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত থাকবে;

৪.১০ ১ম হতে ৭ম পর্বের প্রতি বিষয়ে/বিষয়াংশের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকের অনুষ্ঠিতব্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও পর্ব সমাপনী পরীক্ষার পাস নম্বর হবে পৃথকভাবে শতকরা ৪০ অর্থাৎ D গ্রেড এবং প্রতি বিষয়ে/বিষয়াংশের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশে শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে;

৪.১১ প্রতিটি তাত্ত্বিক বিষয়ের বা বিষয়ের তাত্ত্বিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ও মানবন্টন হবে নিম্নরূপঃ

৪.১১.১ পর্ব মধ্য পরীক্ষা, ক্লাস টেস্ট, কুইজ, প্রেজেন্টেশন,এ্যাসাইনমেন্ট ও শিক্ষার্থী উপস্থিতি নম্বরের সমন্বয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর নির্ধারিত হবে। ধারাবাহিক মূল্যায়নে ন্যূনতম দুইটি ক্লাস টেস্ট ও দুইটি কুইজ অনুষ্ঠিত হবে;

৪.১১.২ পর্ব মধ্য, ক্লাস টেস্ট, কুইজ ও উপস্থিতির জন্য নম্বর বিন্যাস হবে নিম্নরূপঃ

তাত্ত্বিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের মানবন্টন:	
মূল্যায়নের ক্ষেত্র	**৪০% এর ক্ষেত্রে**
পর্ব মধ্য	২০%
ক্লাস টেস্ট	০৬%
কুইজ	০৪%
প্রেজেন্টেশন ও এ্যাসাইনমেন্ট	০৫%
উপস্থিতি	০৫% (৮০% উপস্থিতির উর্ধ্বে আনুপাতিক হারে)
উপস্থিতির ব্যাখ্যাঃ৯০% এর উপরে- ০৫%; ৮০% - ৮৯% ০৪%;	

৪.১১.৩ পর্ব মধ্য পরীক্ষা সেমিস্টারের ৮ম সপ্তাহে/বর্ষপঞ্জি অনুসারে সম্পন্ন হবে;

৪.১১.৪ বিষয় শিক্ষকগণ ক্লাস টেস্টের তারিখ, সময় ও স্থান পূর্বেই শিক্ষার্থীদেরকে অবহিত করবেন। ৫ম ও ১৩তম

সপ্তাহে ক্লাস টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে। কুইজসমূহ ক্লাস চলাকালীন যে কোন সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে;

৪.১১.৫ বিষয় শিক্ষক ক্লাস টেস্ট ও কুইজ এবং মধ্যপর্ব পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের অবগতির জন্য ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের পর নম্বরপত্র এবং পরীক্ষিত উত্তরপত্র বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের নিকট জমা দিবেন;

৪.১২ সকল পর্বের তাত্ত্বিক বিষয়/বিষয়াংশের চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা পর্ব সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বোর্ড কর্তৃক প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিব/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সেন্টার-ইন-চার্জ) এর নিকট প্রেরণ করা হবে;

৪.১২.১ সকল পর্বের তাত্ত্বিক বিষয়/বিষয়াংশের চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা পর্ব সমাপনী পরীক্ষার ০১ (এক) ক্রেডিট আওয়ারের জন্য পূর্ণমান হবে ৩০ এবং পরীক্ষার সময় হবে ০২ (দুই) ঘন্টা। ৩০ নম্বরের প্রশ্নপত্রের ধরণ ও মানবন্টন হবে নিম্নরূপঃ

ক-বিভাগ: অতি সংক্ষিপ্ত ৭ টি প্রশ্ন থাকবে। সবকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ০১ (এক)। অর্থাৎ ০১ ×৭=৭;

খ- বিভাগ: সংক্ষিপ্ত ০৪ টি প্রশ্ন থাকবে।সবকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ০২ (দুই)। অর্থাৎ ০২ × ৪=৮;

গ-বিভাগ: রচনামূলক ০৪ টি প্রশ্ন থাকবে। তন্মধ্যে ০৩ (তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ০৫ (পাঁচ)। অর্থাৎ ০৫ ×৩=১৫;

৪.১২.২ সকল পর্বের তাত্ত্বিক বিষয়/বিষয়াংশের চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা পর্ব সমাপনী পরীক্ষার ০২ (দুই) ক্রেডিট আওয়ারের জন্য পূর্ণমান হবে ৬০ এবং পরীক্ষার সময় হবে ০৩ (তিন) ঘন্টা। ৬০ নম্বরের প্রশ্নপত্রের ধরণ ও মানবন্টন হবে নিম্নরূপঃ

ক-বিভাগ: অতি সংক্ষিপ্ত ১০ টি প্রশ্ন থাকবে। সবকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ০১ (এক)। অর্থাৎ ০১ ×১০=১০;

খ- বিভাগ: সংক্ষিপ্ত ১০ টি প্রশ্ন থাকবে।সবকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ০২ (দুই)। অর্থাৎ ০২ × ১০=২০;

গ-বিভাগ: রচনামূলক ০৬ টি প্রশ্ন থাকবে। তন্মধ্যে ০৫ (পাচঁ) টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ০৬ (ছয়)। অর্থাৎ ০৬ ×৫=৩০;

৪.১২.৩ সকল পর্বের তাত্ত্বিক বিষয়/বিষয়াংশের চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা পর্ব সমাপনী পরীক্ষার ০৩ (তিন) ক্রেডিট আওয়ারের জন্য পূর্ণমান হবে ৯০ এবং পরীক্ষার সময় হবে ০৩ (তিন) ঘন্টা। ৯০ নম্বরের প্রশ্নপত্রের ধরণ ও মানবন্টন হবে নিম্নরূপঃ

ক-বিভাগ: অতি সংক্ষিপ্ত ১০ টি প্রশ্ন থাকবে। সবকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ০২ (দুই)। অর্থাৎ ০২ ×১০=২০;

খ- বিভাগ: সংক্ষিপ্ত ১০ টি প্রশ্ন থাকবে।সবকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ০৩ (তিন)। অর্থাৎ ০৩ × ১০=৩০;

গ-বিভাগ: রচনামূলক ০৭ টি প্রশ্ন থাকবে। তন্মধ্যে ০৫ (পাচঁ) টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ০৮ (আট)। অর্থাৎ ০৮ ×৫=৪০;

৪.১২.৪ বোর্ড প্রয়োজনে প্রশ্নপত্রের ধরণ ও মানবন্টনে পরিবর্তন আনতে পারবে;

৪.১৩ সকল পর্বের ব্যবহারিক বিষয় বা কোন বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের মোট নির্ধারিত নম্বরের ৫০% নম্বর ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য ও ৫০% নম্বর ব্যবহারিক চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা পর্ব সমাপনী পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত থাকবে;

৪.১৩.১ ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপঃ

ব্যবহারিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের মানবন্টন:	
মূল্যায়নের ক্ষেত্র	**৫০% এর ক্ষেত্রে**
ক. জব/ এক্সপেরিমেন্ট	২৫%
খ. বাড়ির কাজ	০৫%
গ. জব/ এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ	০৫%
ঘ. জব/ এক্সপেরিমেন্টের উপর মৌখিক পরীক্ষা	০৫%
ঙ. আচরণ	০২%
চ. উপস্থিতি	০৮%
[উপস্থিতি ৯০% এর উপরে ০৮%; ৮০% - ৮৯% এর মধ্যে ০৬-০৭%]	

৪.১৩.২ ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের চূড়ান্ত বা পর্ব সমাপনী মূল্যায়নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপঃ

ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী মূল্যায়নের মানবন্টন:	
মূল্যায়নের ক্ষেত্র	**৫০% এর ক্ষেত্রে**
ক. জব/এক্সপেরিমেন্ট	৩০%
খ. জব/এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট	১০%
গ. জব/এক্সপেরিমেন্ট চলাকালীন সময়ের মৌখিক পরীক্ষা	১০%

৪.১৪ পর্ব সমাপনী পরীক্ষার অব্যবহিত পর অনাভ্যন্তরীণভাবে মূল্যায়নকৃত সকল প্রকার পরীক্ষা সংক্রান্ত উত্তরপত্র ও কাগজপত্র ইন্সটিটিউটে পরবর্তী পর্ব পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ আন্তঃপ্রতিষ্ঠানের মান পরীক্ষা করার জন্য প্রেরণকৃত উত্তরপত্রগুলো মূল্যায়ন করবে এবং উক্ত মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানগুলোর মানের সমতা বিধানকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৪.১৫ ১ম, ২য়, ৩য় , ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের তাত্ত্বিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষা শেষে ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষা অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষক যৌথভাবে পরিচালনা করবেন। সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠদানকারী শিক্ষক উক্ত বিষয়ের অভ্যান্তরীণ পরীক্ষক হিসেবে কাজ করবেন। পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষক নিয়োগ করবেন এবং বোর্ড হতে অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষক নিয়োগ করা হবে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং ওয়ার্কশপ/ল্যাবরেটরি সুবিধাদির ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদেরকে অনধিক ৩০ জনের গ্রুপে বিভক্ত করে ব্যবহারিক পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি প্রণয়ন করে পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থী যাতে নির্ধারিত জব/এক্সপেরিমেন্ট নিজ হাতে সম্পন্ন করে তা নিশ্চিত করতে হবে। বিভাগীয় প্রধান পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে নোটিশের মাধ্যমে ব্যবহারিক পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি পরীক্ষার্থীদেরকে অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

৪.১৬ অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষক যৌথভাবে ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ ও পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন;

৪.১৭ অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষক অভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষকের সাথে আলোচনাক্রমে ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষার নম্বর প্রদান করবেন। এ বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে;

৪.১৮ অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারাবাহিক নম্বর বিভাগীয় প্রধান/ইন্সটিটিউট প্রধান কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর করে বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে;

৪.১৯ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ঐ দিনই সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র সচিব/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সেন্টার-ইন-চার্জ) তাত্ত্বিক বিষয়ের উত্তরপত্রসমূহ বোর্ডের সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা শাখার নির্দেশনা মোতাবেক সীলগালা করে বীমাকৃত পার্শ্বেল ডাকযোগে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর প্রেরণ করবেন। তবে কোন কারণে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দিন উত্তরপত্রসমূহ বোর্ডে প্রেরণে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিব/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সেন্টার-ইন-চার্জ) সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করে সীলগালাকৃত উত্তরপত্রসমূহ থানা/ ট্রেজারিতে সংরক্ষণ করবেন এবং জিডির কপিসহ পরের দিন সীলগালাকৃত উত্তরপত্রসমূহ বীমাকৃত পার্শ্বেল ডাকযোগে বোর্ডে প্রেরণ করবেন;

৪.২০ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের চূড়ান্ত মূল্যায়ন/পর্ব সমাপনী পরীক্ষার তাত্ত্বিক বিষয়ের উত্তরপত্রসমূহ বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় এবং বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত পরীক্ষক, নিরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক দ্বারা যথাক্রমে মূল্যায়ন, নিরীক্ষণ ও চূড়ান্ত নিরীক্ষণ করে ফলাফল প্রকাশ করা হবে এবং ৮ম পর্বে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এর মূল্যায়ন অনুচ্ছেদে ৬.০ বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী সম্পাদিত হবে ও বোর্ড কর্তৃক ফলাফল প্রকাশ করা হবে;

৪.২১ সকল পর্বের তাত্ত্বিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর এবং ব্যবহারিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এর নম্বর একত্র করে বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় ফলাফল প্রস্তুত এবং যথারীতি ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

৫.০ পর্বভিত্তিক ফলাফল এবং উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ ঘোষণা (Semester wise Result and Pass or Fail Declaration):

৫.১ তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নে কোন বিষয়/বিষয়সমূহে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট পর্বে অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে। এরূপ অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থী যে পর্বে অনুত্তীর্ণ হয়েছে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পর্বে ধারাবাহিকভাবে পর পর সর্বোচ্চ দু'বার বোর্ড নির্ধারিত ফি দিয়ে পুনঃভর্তি হয়ে নিয়মিতভাবে উক্ত অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করে সংশ্লিষ্ট পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহের সকল অংশের অর্থাৎ তাত্ত্বিক/ধারাবাহিক ও পর্ব সমাপনী অংশে পৃথকভাবে এবং ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী ও ধারাবাহিক অংশে পৃথকভাবে কৃতকার্য হতে হবে। এ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে এ সুযোগ গ্রহণ করে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে উক্ত শিক্ষার্থীর অধ্যয়নের আর কোন সুযোগ পাবে না ;

৫.২ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থী পরবর্তী পর্বে সাময়িকভাবে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে;

৫.২.১ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কোন শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট পর্বে যে কোন এক/দুই/তিন বিষয়ে তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক সমাপনী অংশে অকৃতকার্য হলে উক্ত শিক্ষার্থীর পরবর্তী পর্বে সাময়িকভাবে প্রদেয় অধ্যয়নের সুযোগ অব্যহত থাকবে এবং উক্ত শিক্ষার্থী নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। এরুপ শিক্ষার্থী নিয়মিত পর্বের চূড়ান্ত/পর্ব সমাপনী পরীক্ষার সাথে প্রতি পর্বের কেন্দ্র ফিসহ বোর্ডের নির্ধারিত ফি দিয়ে ফরম পুরণ করে সংশ্লিষ্ট পর্বের সকল বিষয়ের সাথে পূর্ববর্তী পর্বের সকল অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে উত্তীর্ণ হলে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট পর্বের ফলাফল নির্ধারণ করা হবে;

৫.২.২ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পর্বের পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কোন শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট পর্বে চার বা ততোধিক বিষয়ে তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক সমাপনী অংশে অকৃতকার্য হলে সংশ্লিষ্ট পর্বে অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে এবং পরবর্তী পর্বে সাময়িকভাবে অধ্যয়নের প্রদেয় সুযোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। এরূপ অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা অকৃতকার্য বিষয়সমূহের পরীক্ষা রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে বোর্ড নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক ফরম পূরণ করে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী পর্ব/পর্বসমূহের পর্ব সমাপনী পরীক্ষার সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এসকল পরীক্ষার্থী পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পর্বের ক্লাস শুরুর ০২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে প্রতিষ্ঠানে পুনঃভর্তির মাধ্যমে সাময়িকভাবে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। তবে এসকল শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় ফি প্রদান সাপেক্ষে বোর্ড কর্তৃক পুনঃভর্তির অনুমোদন নিতে হবে। এ পরীক্ষায় সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হলে তার প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট পর্বের ফলাফল নির্ধারণ করা হবে;

৫.২.৩ কোন শিক্ষার্থী ৭ম পর্বের বিষয়সমূহের পরীক্ষায় চার বা ততোধিক বিষয়ে তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক সমাপনী অংশে অকৃতকার্য হলেও উক্ত শিক্ষার্থীর সাময়িকভাবে পরবর্তী পর্বে প্রদেয় অধ্যয়নের সুযোগ অর্থাৎ ৮ম পর্বের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং অব্যহত থাকবে। সংশ্লিষ্ট ৮ম পর্বের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিংএর পর্ব সমাপনী পরীক্ষার সাথে ৭ম পর্বসহ অন্যান্য পর্বের তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক অংশের অকৃতকার্য বিষয়সমূহের বোর্ডের নির্ধারিত ফিসহ কেন্দ্র ফি দিয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। এ পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিষয়/বিষয়সমূহে উত্তীর্ণ হলে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট পর্বের ফলাফল নির্ধারণ করা হবে

৫.৩ উপরোক্ত ৫.২.২ ধারায় বর্ণিত কোন শিক্ষার্থী ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ/৫ম/৬ষ্ঠ পর্বে এক/দুই/তিন বিষয়ে তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক অংশে অকৃতকার্য হলে উক্ত শিক্ষার্থীর পরবর্তী পর্বে সাময়িকভাবে দেয়া প্রদেয় অধ্যয়নের অনুমতি অব্যাহত থাকবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট পর্বের ক্লাস শুরুর দুই সপ্তাহের মধ্যে বোর্ড হতে তাদের পুনঃভর্তির অনুমোদন নিতে হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে ধারা ৫.২.১ প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য থাকে যে, চার বা ততোধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে সাময়িকভাবে দেয়া অধ্যয়নের অনুমতি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এরূপ শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট পর্বে অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে;

৫.৪ কোন শিক্ষার্থী ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ/৫ম/৬ষ্ঠ/৭ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক অংশে অনধিক তিন বিষয়ে অকৃতকার্য হলেও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। সে ক্ষেত্রে উক্ত শিক্ষার্থী ৮ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় পূর্ববর্তী পর্ব/পর্বসমূহের অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে প্রতি পর্বের কেন্দ্র ফিসহ নির্ধারিত ফি দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ উত্তীর্ণ হলেও ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ/৫ম/৬ষ্ঠ/৭ম পর্বের অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে কৃতকার্য না হওয়া পর্যন্ত ৮ম পর্বের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে না। উল্লেখ্য, যে সালে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় সকল বিষয়ে কৃতকার্য হবে, সে সাল উত্তীর্ণ সাল হিসেবে বিবেচিত হবে;

৫.৫ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ উত্তীর্ণ হলেও যদি ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ/৫ম/৬ষ্ঠ/৭ম পর্বের কোন বিষয়/বিষয়সমূহে অকৃতকার্য থাকে তবে প্রতি পর্বের কেন্দ্র ফিসহ বোর্ডের নির্ধারিত ফি দিয়ে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। উক্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ধারিত হবে;

৫.৬ কোন শিক্ষার্থী ৮ম পর্বে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এ ধারাবাহিক/সমাপনী পরীক্ষার মূল্যায়নে অকৃতকার্য হলে উক্ত শিক্ষার্থীকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে। এক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এর ব্যবহারিক ধারাবাহিক মূল্যায়নে অকৃতকার্য হলে আসন্ন পর্বে নিজ খরচে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং গ্রহণ করে অনিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে আসন্ন পর্বের সমাপনী পরীক্ষার সাথে শুধুমাত্র ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে;

৫.৭ কোন শিক্ষার্থী কোন পর্বে উত্তীর্ণ হওয়ার পর পরবর্তী পর্বে অধ্যয়ন করা থেকে বিরত থাকলে ঐ শিক্ষার্থী যে পর্বে অধ্যয়ন করা থেকে বিরত রয়েছে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পর্বে ধারাবাহিকভাবে পরপর সর্বোচ্চ দু'বার রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পুনঃভর্তি হয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে তাকে বোর্ডে সংযোগ রক্ষাকারী ফি প্রদান করতে হবে। সেমিস্টার আরম্ভের ০২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে পুনঃভর্তি সম্পন্ন করে বোর্ডকে অবহিত করতে হবে;

৫.৮ কোন অনিয়মিত পরীক্ষার্থী ধারাবাহিকভাবে বা পর্যায়ক্রমে বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে নির্ধারিত ফি প্রদান করে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পূর্বানুমতি নিতে হবে।

৫.৯ কোন পরীক্ষার্থী সকল বিষয়ে কৃতকার্য হওয়ার পর CGPA প্রাপ্ত হলে এবং প্রাপ্ত CGPA এর মান উন্নয়নে আগ্রহী হলে শিক্ষার্থী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান করে ৫ম,৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের পঠিত বিষয়সমূহের মধ্যে মান উন্নয়নে আগ্রহী সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) টি তাত্ত্বিক বিষয়ে পরবর্তী পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কোন বিষয়ে মান উন্নয়ন হলে সেটিকে বিবেচনায় নেওয়া হবে নতুবা ঐ বিষয়ের পূর্বের ফলাফল বহাল থাকবে। মান উন্নয়নকৃত বিষয়সমূহের ফলাফলের উপর সংশ্লিষ্ট পর্বের GPA এবং সমন্বিত CGPA প্রদান করা হবে। তবে এ সুযোগ শুধুমাত্র CGPA প্রাপ্তির পরবর্তী পর্ব সমাপনী পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে এবং তা একবারই গ্রহণ করা যাবে।

৬.০ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এর নিয়মাবলী ও নম্বরবন্টন (Rules and Mark Distribution of Industrial Training):

৬.১ ৮ম পর্বে ১৬ (ষোল) সপ্তাহের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এর ১২ (বার) সপ্তাহ সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রি/সংস্থায় সম্পন্ন করতে হবে এবং ৪ (চার) সপ্তাহ সংশ্লিষ্ট ইন্সটিটিউটে সম্পন্ন করতে হবে;

৬.২ শিল্প কারখানা/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত প্রশিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শিক্ষক যৌথভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানে **১২ (বার)** সপ্তাহব্যাপী ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনা, তদারকি ও মূল্যায়ন করবেন;

৬.৩ ইন্সটিটিউটের ০৪ (চার) সপ্তাহ ট্রেনিং এ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক নির্ধারিত প্রজেক্ট প্রস্তুত করতে হবে।

৬.৪ ইন্ডাস্ট্রি/সংস্থায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ০৪ (চার) সপ্তাহসহ মোট ১৬ (ষোল) সপ্তাহের কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষার সময় মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষকদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে;

৬.৫ বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত অনাভ্যন্তরীণ পরীক্ষক সংশ্লিষ্ট ইন্সটিটিউটের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং বিভাগীয় প্রধান যৌথভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এর ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষা এবং গ্রাজুয়েশন প্রজেক্ট মূল্যায়ন করবেন এবং মূল্যায়নকৃত নম্বর বোর্ড নির্ধারিত নম্বরপত্রে লিপিবদ্ধ করে যৌথ স্বাক্ষরে বোর্ড নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বরাবর প্রেরণ করতে হবে;

৬.৬ কোন শিক্ষার্থীর হাজিরা ৮০% এর কম থাকলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে;

৬.৭ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ১২ (বার) ক্রেডিট এর একটি ব্যবহারিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে, যার মোট নম্বর হবে ৬০০ (ছয়শত)। উক্ত মোট নম্বরের ব্যবহারিক ধারাবাহিকে ৫০% এবং ব্যবহারিক পর্ব সমাপনীতে ৫০% নম্বর নির্ধারিত থাকবে। ইন্ডাস্ট্রি/সংস্থায় ট্রেনিং এর ব্যবহারিক ধারাবাহিক এবং ব্যবহারিক পর্বসমাপনী পরীক্ষায় পৃথকভাবে ন্যূনতম C+ গ্রেড বা শতকরা ৫০ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে;

৬.৮ ইন্ডাস্ট্রির/সংস্থায় ট্রেনিং-এ ব্যবহারিক ধারাবাহিক নম্বরের ৫০% অর্থাৎ ৩০০ (তিনশত) নম্বরের বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলো;

দৈনন্দিন কাজ/জব	১৫০
হাজিরা	৯০
দৈনন্দিন কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ (লগ বই)	৬০
মোট	৩০০
[হাজিরাঃ ৯০% বা এর উপর (আনুপাতিক হারে) = ৭০-৯০, ৮০-৮৯% (আনুপাতিক হারে) = ৫০-৬৯]	

৬.৯ ইন্ডাস্ট্রি/সংস্থায় ট্রেনিং-এর ব্যবহারিক সমাপনী পরীক্ষার নম্বরের ৫০% অর্থাৎ ৩০০ নম্বরের বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন	৫০
প্রতিবেদন মূল্যায়ন	১০০
গ্রাজুয়েশন প্রজেক্ট প্রস্তুত ও উপস্থাপন	৭৫
গ্রাজুয়েশন প্রজেক্ট মূল্যায়ন	৭৫
মোট	৩০০

৭.০ নম্বরপত্র ও সনদপত্র প্রদান (Issuing Certificate and Transcript):

৭.১ ১ম, ২য় , ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পর্বের Academic Transcript ইংরেজি ভাষায় বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত হবে;

৭.২ সনদপত্রে শিক্ষাক্রমের নাম ইংরেজি ভাষায় "Diploma-in-Textile Engineering"হবে ;

৭.৩ বোর্ড পর্বভিত্তিক প্রাপ্ত GPA এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত CGPA এর আলোকে সমন্বিত নম্বরপত্র (Transcript) এবং সনদপত্র (Certificate) প্রদান করবে;

৭.৪ সনদপত্রে শিক্ষাক্রমের নাম ও মেয়াদ এবং সংশ্লিষ্ট স্পেশালাইজেশন/টেকনোলজির নাম উল্লেখ থাকবে। সনদপত্র ইংরেজি ভাষায়: Diploma-in-Textile Engineering with Specialization/ Technolgy হবে;
যেমনঃ Diploma- in- Textile Engineering with Specialization in Fabric Manufacturing;

৭.৫ সনদপত্রে শিক্ষাক্রমের মেয়াদ উল্লেখসহ ইংরেজি ভাষায় প্রদান করা হবে।

৮.০ শিক্ষার্থী বদলি (Student Transfer):

৮.১ বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বদলি নীতিমালা অনুসারে বদলি কমিটির সুপারিশের আলোকে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী বদলি করা যাবে। তবে শিক্ষার্থী বদলির ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম এবং টেকনোলজি ও শিফটের মিল থাকতে হবে;

৮.২ ১ম পর্বের কোন শিক্ষার্থীকে বদলি বিবেচনায় নেওয়া হবে না;

৮.৩ ক্লাস শুরুর ০৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী বদলি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

৮.৪ সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী কেবলমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী কেবলমাত্র বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বদলিতে ভর্তির সুযোগ পাবে;

৮.৫ বিশেষ ক্ষত্রে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিষদের সুপারিশ অনুসারে শিক্ষার্থীকে শাস্তিমূলক বদলি করা যাবে। এসকল বদলির ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক গঠিত বদলি কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।

৯.০ পরীক্ষানুষ্ঠানের সমন্বিত শৃঙ্খলাবিধি (Integrated Regulation of Examination):

বোর্ডের অনুমোদিত সমন্বিত শৃংখলাবিধি ও উপবিধি এ শিক্ষাক্রমের জন্য অনুসরণ করা হবে। সরকারের ১৯৮০ সনের পাবলিক এক্সামিনেশন এ্যাক্ট (সংশোধনীসহ) এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এছাড়া সরকারের সময়ে সময়ে জারীকৃত নীতিমালা অনুসৃত হবে।

১০.০ সংরক্ষণ (Preservation):

এ প্রবিধানের কোন ধারা/ধারাসমূহের অথবা অনুল্লিখিত কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে এবং বোর্ডের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

------------- o -------------

পরিশিষ্ট (ক) :

ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের মোট ০৮টি স্পেশালাইজেশন/টেকনোলজি থাকবে।
যথা :

ক্রমিক নং	স্পেশালাইজেশন/টেকনোলজি
১.	Apparel Manufacturing Technology (অ্যাপারেল মেনুফ্যাকচারিং টেকনোলজি)
২.	Fashion Design Technology (ফ্যাশন ডিজাইন টেকনোলজি)
৩.	Yarn Manufacturing Technology (ইয়ার্ন মেনুফ্যাকচারিং টেকনোলজি)
৪.	Fabric Manufacturing Technology (ফেব্রিক মেনুফ্যাকচারিং টেকনোলজি)
৫.	Jute Product Manufacturing (জুট প্রডাক্ট মেনুফ্যাকচারিং)
৬.	Wet Processing Technology (ওয়েট প্রসেসিং টেকনোলজি)
৭.	Merchandising & Marketing Technology (মার্চেন্ডাইজিং এন্ড মার্কেটিং টেকনোলজি)
৮.	Textile Machine Design & Maintenance Technology (টেক্সটাইল মেশিন ডিজাইন এন্ড মেইনটেন্যান্স টেকনোলজি)

পরিশিষ্ট (খ) : কোর্স স্টাকচার www.bteb.gov.bd ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে।